শিশু দিবস রচনা

ভূমিকা

প্রতি বছর ১৪ই নভেম্বর দিনটি সারা দেশে শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়। দিনটি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন। তিনি শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন, বন্ধুর মত তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন –তারাও তাঁকে খুব ভালবাসত। শিশুরা তাঁকে ডাকত 'চাচা নেহরু' নামে। শিশুদের মঙ্গল করার উদ্দেশ্যেই নেহরুর জন্মদিনকে 'শিশু দিবস' হিসেবে পালনের আয়োজন করা হয়েছিল।

শিশুদিবস উদযাপন

সারা ভারতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ১৪ই নভেম্বর শিশু দিবস হিসাবে মহাসমারোহের পালন করা হয়। আবৃত্তি পাঠ, জাতীয় সংগীত রবীন্দ্র সংগীত, প্রধান শিক্ষকমহাশয় ও অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়গন প্রয়াত জওহরলাল নেহেরুর কর্মময় জীবন এবং সকল প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে বক্তৃতার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের অবগত করান। এরপর শিশুদের হাতে তুলে দেয়া হয় নানা উপহার। তারপর মিষ্টিমুখ এইভাবে শিশুদিবস উদযাপন অনুষ্ঠান শেষ হয়।

শিশু দিবসের গুরুত্ব

শিশুর পিতা লুকিয়ে আছে এসব শিশুরই অন্তরে"।প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই থাকে বিরাট সম্ভাবনা ।আজকের শিশুরাই আগামীদিনের দেশের কর্নধার হবে।দেশকে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে শিশুদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব পুর্ন তাই শিশুরা যাতে সঠিক শিক্ষা পায়, সঠিক পুষ্টি হয় এই দিকে আমাদের বেশি করে দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য অনুকুল পরিবেশ দিতে হবে।

উপসংহার

কিন্তু সকল ছাত্রকে মনে রাখতে হবে যে তাদের আরও অনেক শিশু বা ছাত্রছাত্রী যারা নিরন্ন, দরিদ্র, সমাজে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ার দলে। তাদের কথা মনে রেখে তারাও যেন শিক্ষার আলো পায়। তাহলেই" শিশুদিবস' পালনের সার্থকতা লাভ করা যাবে।

BANGLAESSAY.COM